সমকাল

তারিখ ..31.OCT..2015. ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ......

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম
সাংসদ মন্নুজানের বিরুদ্ধে মামলা

■ হাসান হিমালয়, *খুলনা ব্যুরো*

আওয়ামী লীগের প্রথম মেয়াদে অর্থাৎ ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত কলেজটিতে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে মাত্র ৬ জন। ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নিয়োগ পেয়েছেন মাত্র এক শিক্ষক। আর ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পযন্ত এই পাঁচ বছরে নিয়োগ পেয়েছেন ৭২ শিক্ষক। কলেজে কর্মচারীর পদ রয়েছে ৯টি। এর বিপরীতে গত পাঁচ বছরে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ২২ জনকে। তথ্যগুলো খুলনা নগরীর দৌলতপুর দিবা-নৈশ কলেজের।

১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটির সভাপতি ছিলেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে ২০০৯ সালের ২১ মার্চ খুলনা-৩ আসনের সাংসদ ও তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানকে কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি করা হয়। এর পরই কলেজে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়। সাংসদ মন্নুজান সুফিয়ান এখনও কলেজটির সভাপতি। শিক্ষকরা জানান, গত বছরের মে মাসে ইংরেজি, সমাজকর্মসহ ৭টি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কলেজে সমস্যা শুরু হয়। পরীক্ষায় প্রথম হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না- এমন অভিযোগে সাংসদ মন্নুজান সুফিয়ানসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুই চাকরিপ্রার্থী ফারজানা হক ও ভূপতি বিশ্বাস।

পরে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম এবং সভাপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ চৌধুরী মাহবুবুল হক, শিক্ষক মেজবাউল তারিক ও ফারজানা হককে সাময়িক বহিষ্কার করে পরিচালনা পর্ষদ। এর বিরুদ্ধে তারা তিন জন আদালতে পৃথক তিনটি মামলা করেন। এসব মামলায়ও সাংসদ মন্নুজান সুফিয়ানসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের আসামি করা হয়। ৫টি মামলায় সাংসদসহ কলেজ কর্তৃপক্ষকে শোকজ করেছেন আদালত। কলেজের শিক্ষকরা এখন ব্যস্ত মামলা নিয়ে। তাই লেখাপড়ার অবস্থাও দিন দিন অবনতি হচ্ছে। চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় কলেজটিতে পাস করেছেন মাত্র ৩২ ভাগ শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, ২০০৯ সালের ২১ মার্চ পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠনের পর কলেজে স্নাতক চালুর চেষ্টা করা হয়। সেজন্য ২০১০ সালের মে মাসে শিক্ষক

নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ওই বছরের ২০ ডিসেম্বর একসঙ্গে নিয়োগ দেওয়া হয় ৩৭ শিক্ষককে। পরের ৫ বছরে কলেজে মোট ৬১ শিক্ষক, কারিগরি শাখায় ৬ এবং দর্শন বিভাগে শেষ সময়ে ৫ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ২২ জনকে। এর মধ্যে ৯ শিক্ষক অন্য কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন।

গত বছরের মে মাসে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে অধ্যক্ষ ও সাংসদ অনুসারীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কলেজের শিক্ষক নিয়োগ ও বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের বিষয় তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়। তিন মাসের ছুটিতে পাঠানো হয় অধ্যক্ষ চৌধুরী মাহবুবুল হককে। বর্তমানে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ একটি অংশ সাংসদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সাংসদের বিরুদ্ধে মামলার পর তারা সংবাদ সম্মেলন করে সব ঘটনার জন্য অধ্যক্ষ মাহবুবুল হককে দায়ী করেন।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম সবুজ দাবি করেন, গত ৫ বছরে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের সঙ্গে সাবেক অধ্যক্ষ চৌধুরী মাহবুবুল হক একাই জড়িত। তিনি প্রতিমন্ত্রীকে ভুল বুঝিয়ে তার (অধ্যক্ষ) আত্মীয়-স্বজনদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। অন্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের আর্থিক লেনদেনের ঘটনা ঘটেছে। কলেজ ফান্ডের প্রায় ৬০ লাখ টাকা অধ্যক্ষ নিজে আত্মসাৎ করেছেন। এসব কিছুর ডকুমেন্ট আছে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সদরুজ্জামান সমকালকে জানান, কলেজের হিসাব নিরীক্ষা ও বিভিন্ন অনিয়ম তদন্তে ২৬ জুন কমিটি গঠন করা হয়। তিনিও ওই কমিটির সদস্য। তদন্তের সময় ৩০-৪০ শিক্ষক ও নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন। হিসাবের সব কাগজপত্র সাবেক অধ্যক্ষ সরিয়ে ফেলেছেন, এজন্য তদন্তে সময় লাগছে বেশি। এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সাবেক অধ্যক্ষ চৌধুরী মাহবুবুল হক সমকালকে বলেন, 'প্রতিমন্ত্রী যেই কলেজের সভাপতি সেখানে আমি সব কিছু করেছি- এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? সাংসদের নির্দেশ ছাড়া কলেজের একটি ফাইলও একদিক থেকে অন্যদিকে নড়ে না।' শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে সাংসদের ইচ্ছামাফিক। টাকার বিষয় আমি জানি না। তিনি জানান, অনার্স খুলতে প্রতি বিভাগে ৫ জন করে শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। এজন্য ৫ বিভাগে অনার্স চালু এবং পরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় চালুর জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নেওয়া হয়েছে। এসব বিভাগে কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। সেগুলো সাংসদের পছন্দের লোকদের দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ অস্বীকার করে সাংসদ বেগম মন্নুজান সুফিয়ান সমকালকে বলেন, 'দিবা-নৈশ কলেজের অধ্যক্ষকে তো অনেক বিশ্বাস করেছি, এজন্য তার ফল পেয়েছি। আমাদের কলেজের ডোনেশনের টাকা তাকে রিসিট দিয়ে নিতে বলেছি, নেননি। পরে তাকে বললাম কলেজ ফান্ডে জমা দিতে, দেননি। তাকে ১৫ দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে বলেছি। এখন তিনি নিজে বাঁচার জন্য আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। বিশ্বাস করলে যা হয় আর কি।'